১4) হর্ষবর্ধনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

→ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের পুনরায় রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এবং একাধিক আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ~~পুষ্যভূ~~ পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন অন্যতম শাসকে, কনৌজকে কেন্দ্র করে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে কিছুদিনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে আসে, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়, তার সভাকবি বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত থেকে। এছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর রচনা এবং সমসাময়িক মুদ্রা ও লিপি থেকে হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় পূর্ব পাঞ্জাবের থানেশ্বরে 'পুষ্যভূতি' নামক জনৈক ব্যক্তি ~~এ~~ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভাকর বর্ধন ছিলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। মৌখরি রাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজ কন্যা রাজশ্রীর বিবাহ দিয়ে তিনি নিজ হাতকে শক্তিশালী করেন। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে হুন আক্রমন প্রতিহত করার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন তার থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। এইসময় মালবরাজ ~~দেবগু~~ গুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমন করে গ্রহবর্মনের হত্যা করে রাজশ্রীকে বন্দী করে। এই সংবাদে ~~ক্রুদ্ধ~~ ক্রুদ্ধ রাজ্যবর্ধন বোনকে উদ্ধার করতে কনৌজ অভিমুখে রওনা হন। সেখানে তিনি শশাঙ্কের হাতে বন্দী ও নিহত হন। ~~জ্যেষ্ঠ~~

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রি. মাত্র ১৬ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় গ্রহবর্মনের মৃত্যুর ফলে কনৌজের আমত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য উপাধি নিয়ে কনৌজের শাসনভার ও গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধনের সিংহাসন আরোহনের কাল থেকে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। সিংহাসন আরোহন করেই হর্ষবর্ধন কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ যাত্রা করেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পথে তিনি খবর পান রাজশ্রী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের গভীর অরণ্যের দিকে প্রবেশ করেছেন। এরপর হর্ষবর্ধন ভগিনীকে উদ্ধার করে পুনরায় শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন।

বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে হর্ষের যুদ্ধযাত্রার কথা জানা যায়। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না অনেক গবেষকের মতে ৬১৭-২০ খ্রি. মধ্যে হর্ষ শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ৬১৭ খ্রি. পরেও শশাঙ্কের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। কারণ ৬৩৭ খ্রি. হিউয়েন সাঙ যখন বুদ্ধগয়ায় পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি জানতে পারেন যে প্রতি-সম্প্রতি শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষটি ছেদন করেছেন। ক্ষমতাশালী না থাকলে তিনি এই কাজটি করতে পারতেন না। ৬৩৭ খ্রি. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধ ও গৌড়রাজ্য অধিকার করেন।

'উত্তর ভারত জয়ের পর হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। পশ্চিম ভারতে হর্ষ সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্য আক্রমণ করেন এবং বলভীরাজ ধ্রুবসেনকে পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ধ্রুবসেনের সঙ্গে নিজকন্যার বিবাহ দেন। কে. এম. পানিক্কর তাঁর Survey of Indian History গ্রন্থে বলেন কাশ্মীর ও নেপালসহ বিন্ধ্য পর্বতের সমগ্র উত্তর ভারত হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাট পরিগণিত হয়েছিলেন। তাই চালুক্য লিপিতে তাঁকে সকলোত্তরপথনাথ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

'হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাহিতৈষী, স্বৈরতন্ত্র। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় হর্ষ দিনের অধিকাংশ সময় রাজকার্যে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি প্রজাদের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা ও তাদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্য নিয়মিত রাজ্য পরিভ্রমণ করতেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হর্ষ তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভুক্তি বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল জেলা বা বিষয়ে। সর্বনিম্ন শাসন একক ছিল গ্রাম।

'ভূমি রাজস্ব ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস, একে বলা হত ভাগ। উৎপন্ন ফসলের 1/6 অংশ ভাগ দিতে হত। বাণিজ্য জনিত শুল্ককে বলা হত হিরণ্য, এছাড়াও জরুরী অবস্থায় বাড়তি ব্যয় নির্বাহের জন্য যে অতিরিক্ত কর দিতে হত, তাকে বলা হত বলি। হর্ষের বিচার-ব্যবস্থা ছিল ন্যায় ও সমতার আদর্শে পরিচালিত। এখানে অপরাধীর জন্য শাস্তি দেওয়া হত অঙ্গচ্ছেদ, এছাড়া অরণ্যে নির্বাসন, জরিমানা, কারাদণ্ড ইত্যাদি শাস্তি হিসেবে প্রচলিত ছিল।

'হর্ষের পূর্বপুরুষেরা ছিল সমবেত সূর্যের পোষক। হর্ষ প্রথমদিকে ছিলেন শিবের পোষক। জীবনের শেষ দিকে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'পরধর্ম সহিষ্ণুতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হিউয়েন সাঙের সম্মানে তিনি কনৌজে একটি বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করেন। 'কনৌজের ধর্মসভা ছাড়াও তিনি প্রয়াগের মহামোক্ষ পরিষদ নামক মেলায় যোগ দেন। প্রতি ৫ বছর অন্তর এই মেলা বসত। মেলার প্রথম দিন হত বুদ্ধের পোষণা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে হত সূর্য ও শিবের পোষণা। শেষদিনে কেবল দান। পাঁচ বছরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ হর্ষ এখানে দান করতেন।

'হর্ষবর্ধন ছিলেন সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হত। হর্ষ নিজেও নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। 'হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। সপ্তম শতকে উত্তর ভারতে রাজা হিসেবে হর্ষবর্ধনের নাম ছিল স্মরণীয়। গুপ্ত যুগের পর রাজনৈতিক ঐক্য, সুশাসন, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন। তাই রাধাকুমুদ মুখার্জি বলেন অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের চারিত্রিক গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ হর্ষবর্ধনের চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়।